64

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 APR-1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বেসরকারী স্কুল-কলেজ

বেসরকারী স্কুল-কলেজ গত ১৮ তারিখ হইতে বন্ধ। কোন কল-কোলাহল নাই। ঐদিকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে গত প্রায় ১০ দিন যাবৎ তালা ঝুলিতেছে। খোলার কোন উদ্যোগ নাই। নিরাপত্তার অভাবে প্রশাসনিক কাজ-কর্মের জন্যও কর্তৃপক্ষ কাছে ঘেঁষার সাহস পাইতেছে না। দুই ক্ষেত্রে বন্ধ পরিস্থিতির কারণ অভিন্ন নয়--ভিন্ন ভিন্ন। বেসরকারী স্কুল-কলেজ তালাবদ্ধ হইয়াছে, শিক্ষক-কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট দাবীর প্রেক্ষিতে। আর বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ আরও রক্ত-পাত প্রতিরোধ করার জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে বন্ধের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও পরিণতি অভিন্ন। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থী ও অভি-ভাবকদের এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জাতির সর্বনাশ। কেননা, অর্ধ শিক্ষিত সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি দেশ-জাতি ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন অবদান রাখিতে পারে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। ইহার আশু প্রতিকার সকলের কাম্য। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি? সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। সরকারী পক্ষের দাবী হইল, অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হইয়াছে। অচিরেই সঙ্কট দূর হইয়া যাইবে। আর শিক্ষক-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটির বক্তব্য হইল, অনানুষ্ঠানিক আলোচনার দাবী ভুয়া-বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর। কোন পর্যায়েই আলোচনা শুরু হয় নাই। উভয় পক্ষই দায়িত্বশীল। জনগণ কাহার কথায় আস্থা স্থাপন করিবে?

অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হাল-আমলে প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। ছাত্র-সমাজের দুঃখজনক কর্ম-কাণ্ডে কতবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইতেছে, ইহার ইয়ত্তা নাই। আত্মবিস্মৃত না হইলে ছাত্ররা নিজেরাই বুঝিতে পারিত ইহাতে সর্বাধিক ক্ষতি কাহার। কিন্তু ক্ষয় যখন শুরু হয় শুভ বুদ্ধি তখন উবিয়া যায়। সম্প্রতি ইহার সহিত যোগ হইয়াছে শিক্ষক-কর্মচারী ধর্মঘট। বলা বাহুল্য, আকস্মিকভাবে ধর্মঘট শুরু হয় নাই। মাসের পর মাস ব্যর্থ চেষ্টার পরই সর্বশেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। আগেভাগে উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে হয়তো বেসরকারী স্কুল-কলেজে তালা পড়িত না। কিন্তু আগেপরের কথা--শুরু হওয়ার পরও কার্যতঃ নির্বিকার শিক্ষা সচিবের উক্তিই ইহার প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন, অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা শুরু হইয়াছে। বক্তব্য হইল, ধর্মঘট কয়েক দিন অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পরও অনানুষ্ঠানিক কেন--আনুষ্ঠানিক হইতে পারে না? বোধহয়, এই মন-মানসিকতার জন্যই আমরা পশ্চাৎপদ। খুব সম্ভব এইখানেই উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বে প্রভেদ। উন্নত বিশ্বে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আগেই চিন্তা-ভাবনা করা হয়। সাম্প্রতিককালেও ইউরোপে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। ইউরোপীয় নেতারা আগামী ইংরেজী শতাব্দীতে বেকার সমস্যা ও শিক্ষা সমস্যা কি হইতে পারে তাহা নিয়া আলোচনা করেন ও কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর আমরা? সমুদয় বেসরকারী স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়া যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর বলিতেছি যে, অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা হইতেছে। ইহাকে কি বলিব?

ধর্মঘটী শিক্ষক-কর্মচারীদের সব দাবী ন্যায়সঙ্গত কিম্বা সমস্ত দাবী একই সময় মানিয়া নেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব, সে কথা বলিতেছি না। তেমন রায় বা সার্টিফিকেট দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের নাই। কিন্তু একটি বা দুইটি দাবীও কি গ্রহণযোগ্য নয়? কোন সামর্থ্যই যদি না থাকে তাহাও তো বসিয়া যুক্তি-প্রমাণসহ বলা যাইতে পারে। কিন্তু আলোচনায় বসিতে এত দেরী হইবে কেন? কেন-ইবা বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে তালা ঝুলিতে থাকিবে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা বা শিক্ষার পরিবেশ বার বার নষ্ট হওয়ার কারণ আমাদের সুবিদিত। শিক্ষা জাতিগত উন্নতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত বলিব--অথচ যে-সব কারণে অচলাবস্থা সৃষ্টি ও পরিবেশ দূষিত হয় তাহা দূর করার ব্যাপারে আন্তরিক হইব না, ইহা কি বাঞ্ছিত? আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল যথাশীঘ্র বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবেন।